জাতীয় বাজেট ২০২৩-২০২৪: সারসংক্ষেপ

বাস্তবায়নে

BAMU

Budget Analysis and Monitoring Unit
Bangladesh Parliament Secretariat

কারিগরি সহায়তায়

Funded by the European Union

50 Years of EU-Bangladesh Partnership

Global Gateway

সহযোগিতায়: DT Global

সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ (সিপিডি)
Centre for Policy Dialogue (CPD)

বাজেট হেল্পডেস্ক ২০২৩

Technical Assistance to Support the Implementation of the PFM Reform Strategic Plan in Bangladesh

১. বাজেট প্রেক্ষাপট

কোভিডের অভিঘাত পেরিয়ে উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় ফিরেছে বাংলাদেশের অর্থনীতি এবং বৈশ্বিক প্রতিবন্ধকতার মাঝেও উন্নয়ন ধারা অব্যাহত রেখেছে। গত পহেলা জুন "উন্নয়নের অভিযাত্রার দেড় দশক পেরিয়ে স্মার্ট বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা" শিরোনামের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট উপস্থাপিত হয়। মহান জাতীয় সংসদে মাননীয় স্পীকার শিরীন শারমিন চৌধুরী এমপি-এর সভাপতিত্বে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি এবং সরকার ও বিরোধী দলের সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে মাননীয় অর্থমন্ত্রী জনাব আ হ ম মুস্তফা কামাল এমপি এ বাজেট উপস্থাপন করেন।

বর্তমান সরকারের আমলে ২০০৯ সাল থেকে বিগত ১৩ বছরে জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬.৬ শতাংশ যা ২০১৮-১৯ সালে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে (লেখচিত্র ১)। কোভিডকালীন সময়ে ২০১৯-২০ সালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ছিল ৩.৪৫ শতাংশ, যা বাংলাদেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতা এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতাকে নির্দেশ করে। পরবর্তী বছরে (২০২০-২১) বাংলাদেশের অর্থনীতি শক্ত অবস্থানে ফিরে আসতে সক্ষম হয় (লেখচিত্র ১)। পরবর্তী বছরগুলোতে ২০২১-২২ এবং ২০২২-২৩ এর জিডিপির ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধি দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ইতিবাচক অবস্থা নির্দেশ করে (লেখচিত্র ১)।

সংকটময় বৈশ্বিক পরিস্থিতির মাঝেও দেশের মাথাপিছু আয় ২ হাজার ৯৬১ ডলারে উন্নীত হয়েছে (২০২৩-২৪) (লেখচিত্র ১)। আগামী অর্থবছরের জিডিপির প্রবৃদ্ধির হার প্রাক্কলন করা হয়েছে ৭.৫ শতাংশ এবং জিডিপির আকার ধরা হয়েছে ৫,০০৬,৭৮২ কোটি টাকা।

লেখচিত্র ১: মাথাপিছু আয়, জিডিপি প্রবৃদ্ধি এবং মূল্যস্ফীতি

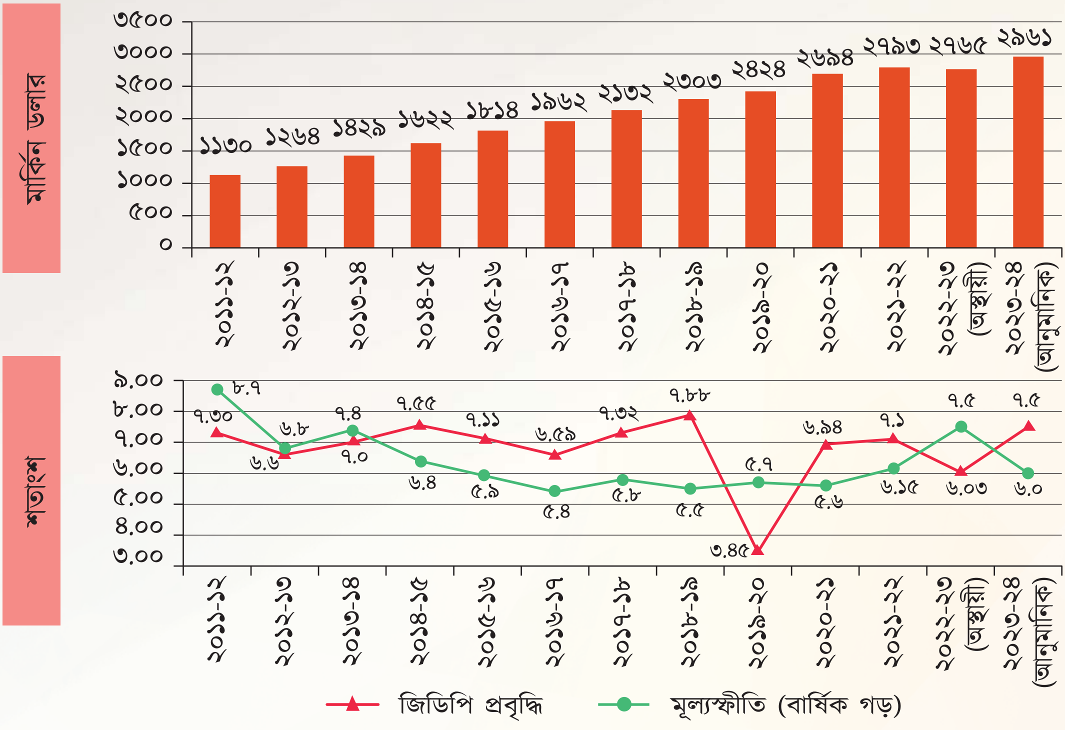

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪, পৃ. ২০৫ এবং এমটিএমপিএস ২০২৩-২৪

২. বাজেট ২০২৩-২৪ বরাদ্দ প্রস্তাবনা

আগামী ২০২৩-২৪ সালে বাজেটের আকার দাঁড়িয়েছে ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা। এ বিশাল বাজেট বরাদ্দ করা হয়েছে সামাজিক অবকাঠামো, ভৌত অবকাঠামো, সাধারণ সেবা, সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং নীট ঋণ দান ও অন্যান্য খাতে (লেখচিত্র ২)। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের তুলনায় এ বাজেট ১২.৩ শতাংশ বেশী।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে বরাদ্দের ৫৪.৬ শতাংশ ব্যয় হবে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ, জনশৃংখলা ও নিরাপত্তা সংশ্লিষ্ট খাতে এবং বাকি ৪৫.৪ শতাংশ ব্যয় হবে সুদ পরিশোধ, পিপিপি ভর্তুকি ও দায় এবং ঋণ পরিশোধ ও অন্যান্য কার্যক্রমে।

লেখচিত্র ২: ২০২৩-২৪ বাজেট-এর খাত ওয়ারী বরাদ্দ

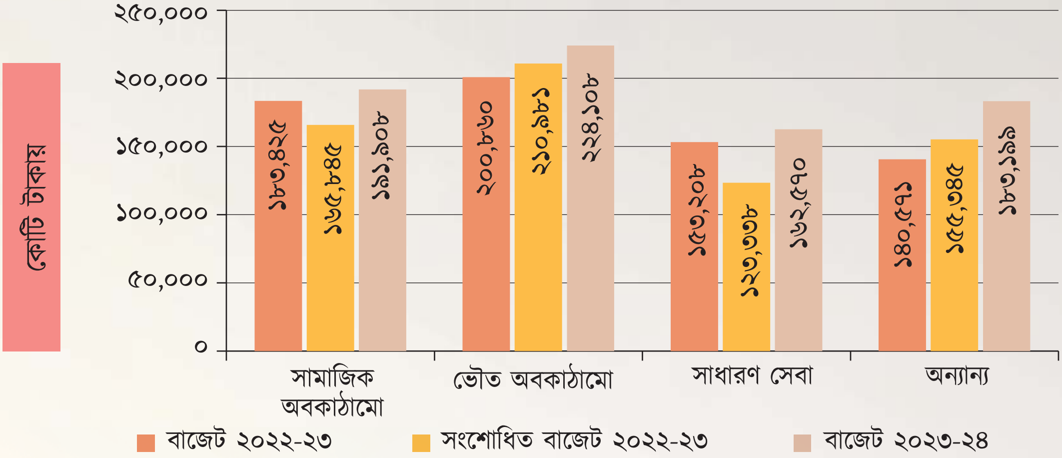

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪

৩. বাজেটে ২০২৩-২৪ এর ব্যয় প্রস্তাবনা

গতানুগতিক ধারায় বাংলাদেশের বাজেটের মূল ব্যয়ের খাত হলো পরিচালন আবর্তক ব্যয় এবং উন্নয়ন ব্যয়। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটের তুলনায় (২০২৩-২৪) বাজেটে পরিচালন আবর্তক ব্যয় ১৪.৭ ভাগ বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে (লেখচিত্র ৩)।

উন্নয়ন খাতে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২৭৭ হাজার ৫৮২ কোটি টাকা, যা মোট ব্যয় বরাদ্দের ৩৬.৪ ভাগ। মোট উন্নয়ন ব্যয়ের মূল অংশ “বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)” সংক্রান্ত ব্যয় ৯৪.৭ শতাংশ। বর্তমান ২০২২-২৩ অর্থবছরের (সংশোধিত বাজেট) উন্নয়ন ব্যয় ছিলো জিডিপি’র ৫.৪ ভাগ, যা নতুন বাজেটে ৫.৫ উন্নীত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

বাজেটে খাতভিত্তিক বরাদ্দের বিবেচনায় মূল খাতগুলো হলো- শিক্ষা ও প্রযুক্তি, কৃষি, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাত, স্বাস্থ্য, প্রতিরক্ষা, জনপ্রশাসন, পরিবহন ও যোগাযোগ এবং সামাজিক নিরাপত্তা ও কল্যাণ (লেখচিত্র ৪)।

অন্যান্য অর্থবছরের ন্যায়, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনায় কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং বিভাগ বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থবিভাগকে সর্বোচ্চ ৩০.৪ শতাংশ বরাদ্দ দেয়া হয়েছে (লেখচিত্র ৫)।

লেখচিত্র ৩: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তুলনামূলক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা

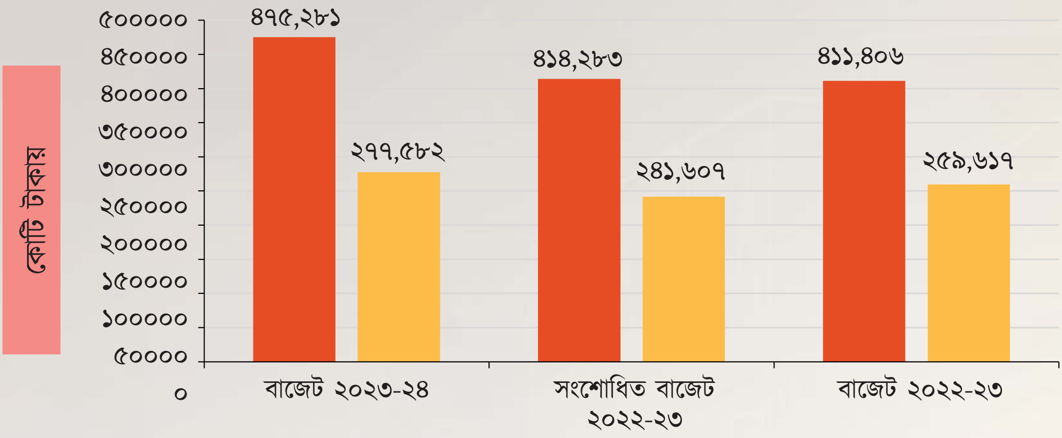

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪/বিবরণী-২, পৃ. ১৪

লেখচিত্র ৪: খাতভিত্তিক বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র (ভর্তুকি, প্রণোদনা এবং পেনশন সহ)

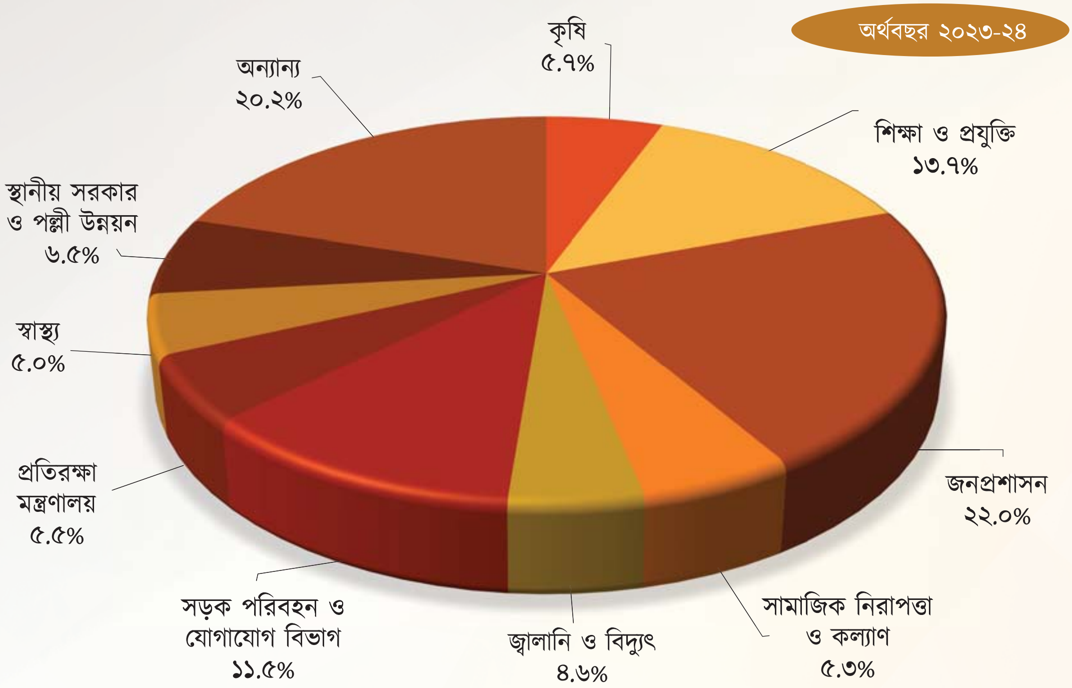

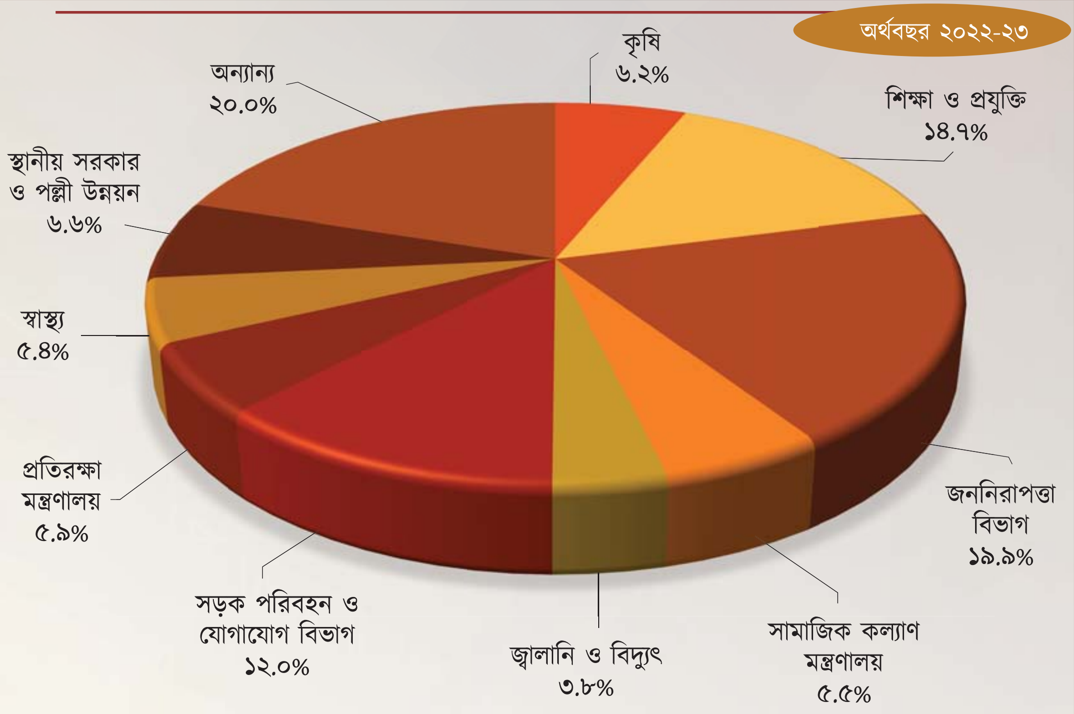

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-২, পৃ. ১৫

লেখচিত্র ৫: মন্ত্রণালয়/বিভাগওয়ারী বাজেট ব্যয় প্রস্তাবনা (২০২৩-২৪)

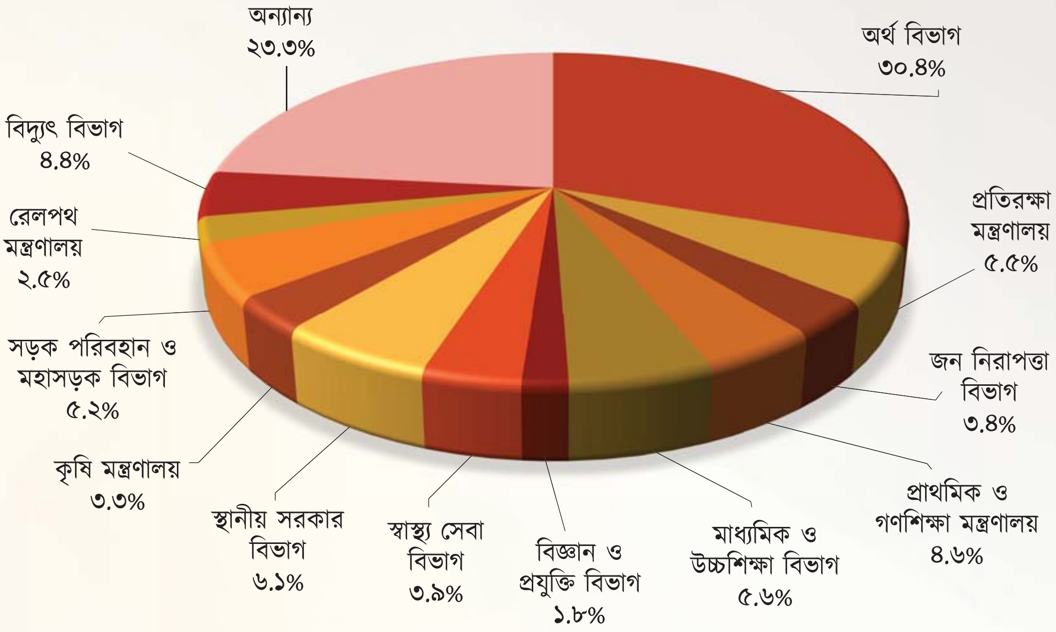

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪ (ইংরেজি সংস্করণ), পৃ. ২১৫-২১৬ এর উপর ভিত্তি করে

৪. বাজেট ২০২৩-২৪ এর রাজস্ব আয়

নতুন বাজেটে মোট রাজস্ব আয় ধরা হয়েছে ৫ লাখ কোটি টাকা, যা ২০২২-২৩ সালের বাজেটের তুলনায় ১৫.৪ শতাংশ বেশী। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের মতো এনবিআর রাজস্ব ২০২৩-২৪ সালের বাজেটের রাজস্ব আয়ের মূল উৎস (৮৬%) (লেখচিত্র ৬)। নতুন বাজেটে রাজস্ব আয় জিডিপির ১০.০ শতাংশ ধরা হয়েছে, যা চলতি অর্থবছরের সংশোধিত বাজেটে ধরা হয়েছিল ৯.৮ শতাংশ। এবারের বাজেটে মূল্য সংযোজন কর থেকে অর্জিত আয় প্রাক্কলিত এনবিআর আয়ের মূল উপাদান (৩৮.১ শতাংশ)। এছাড়া আয়কর, মুনাফা এবং মূলধন আয় বাবদ ৩৫.৬ শতাংশ কর আহরণের প্রস্তাবনা রয়েছে (লেখচিত্র ৭)।

লেখচিত্র ৬: ২০২৩-২৪ বাজেটের রাজস্ব আয় প্রস্তাবনার তুলনামূলক চিত্র

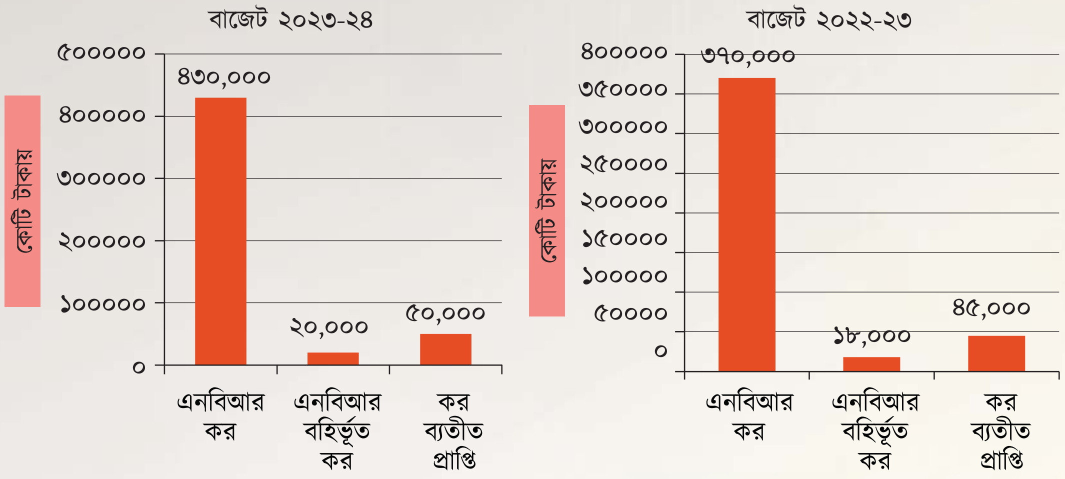

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪, বিবরণী-১, পৃ. ৫

লেখচিত্র ৭: রাজস্ব প্রস্তাবনায় এনবিআর করের বিন্যাস

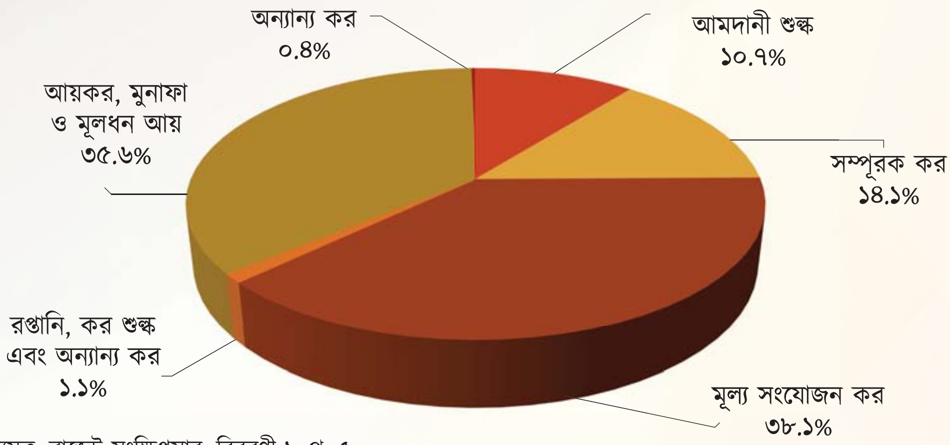

তথ্যসূত্র: বাজেট সংক্ষিপ্তসার, বিবরণী-১, পৃ. ৫

৫. বাজেটে ২০২৩-২৪ এর ঘাটতি এবং অর্থায়ন

আসন্ন ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে সার্বিকভাবে বাজেট ঘাটতি (অনুদানসহ) ধরা হয়েছে ২ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা, যা জিডিপির প্রায় ৫.২ শতাংশ (লেখচিত্র ৮)। ঘাটতি অর্থায়নে অভ্যন্তরীণ উৎসকেই মূলত ব্যবহার করা হবে, যেখানে ব্যাংক খাত থেকে আসবে ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৩৯৫ কোটি টাকা। এই অর্থায়ন অভ্যন্তরীণ উৎসের ৮৫.২ শতাংশ। এবারের প্রস্তাবিত বাজেটে ৪০.৬ শতাংশ ঘাটতি অর্থায়ন বৈদেশিক উৎস হতে সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে (লেখচিত্র ৯)।

লেখচিত্র ৮: ২০২৩-২৪ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘাটতির তুলনামূলক চিত্র

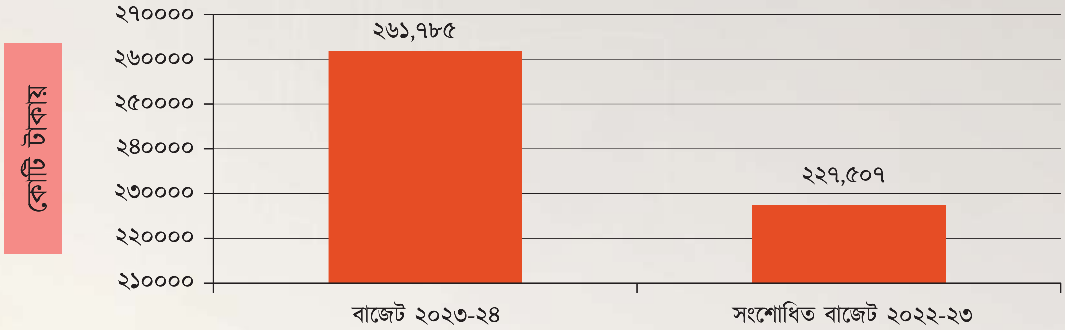

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪/বাজেট সংক্ষিপ্তসার/এক নজরে বাজেট, পৃ. ১

লেখচিত্র ৯: ২০২৩- ২৪ বাজেটে ঘাটতি অর্থায়ন প্রস্তাবনা

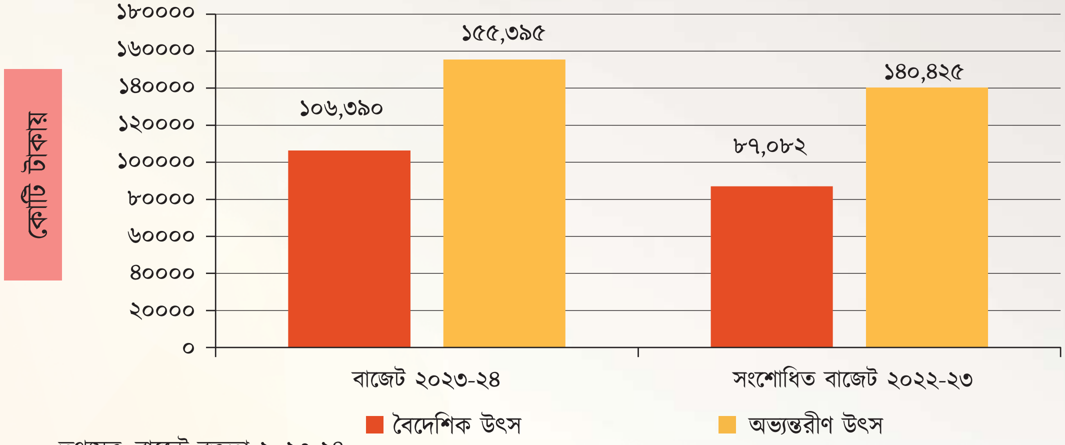

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪

৬. ২০২৩-২৪ সালের উন্নয়ন কর্মসূচির বরাদ্দ

আগামী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে এডিপি বরাদ্দের ক্ষেত্রে যোগাযোগ অবকাঠামো, মানব সম্পদ এবং কৃষি ও পল্লী উন্নয়ন খাতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, যা ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের অনুরূপ (লেখচিত্র ১০ এবং ১১)।

লেখচিত্র ১০: বাজেট ২০২৩-২৪ এর খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাবনা

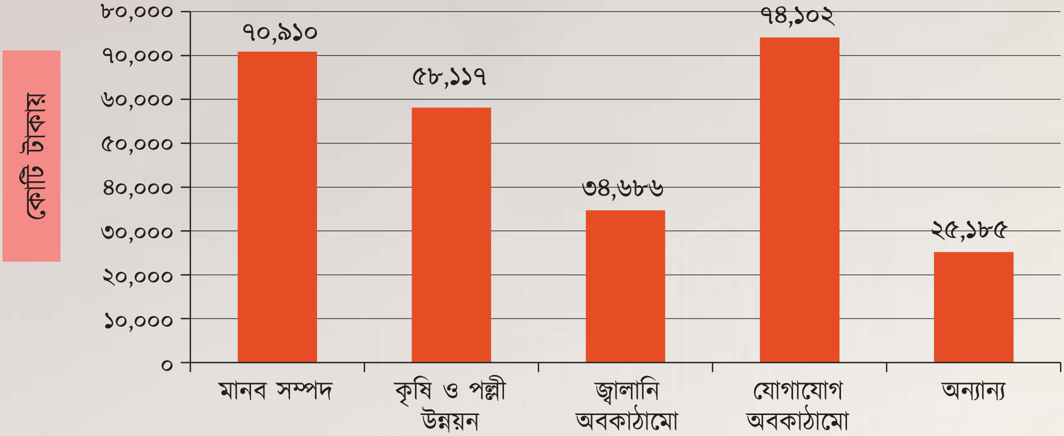

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪, পৃ. ২০৮-২০৯

লেখচিত্র ১১: সংশোধিত বাজেট ২০২২-২৩ এর খাতভিত্তিক এডিপি বরাদ্দের প্রস্তাবনা

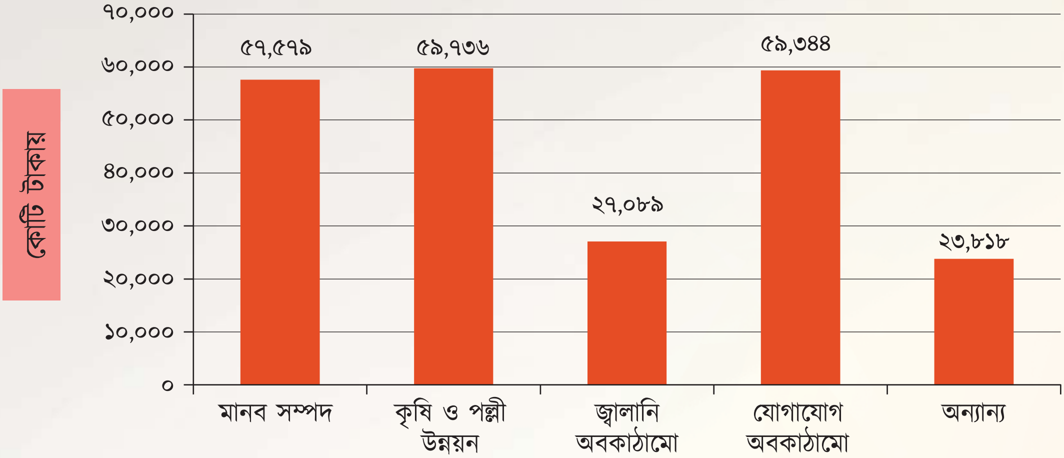

তথ্যসূত্র: বাজেট বক্তৃতা ২০২৩-২৪, পৃ. ২০৮-২০৯

৪. উপসংহার

বর্তমান সরকারের ‘রূপকল্প ২০৪১’ এবং এ সংশ্লিষ্ট কর্মপরিকল্পনা অনুসারে, ২০৩১ সালের এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া, চরম দারিদ্র্য দূর করা এবং ২০৪১ সালের এর মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ করার রোডম্যাপ নির্ধারণ করা হয়েছে। জাতীয় বাজেটে পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ রাখা এবং তা সফলভাবে বাস্তবায়ন সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

This printed material was produced with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of DT Global and CPD, and do not necessarily reflect the views of the European Union.